দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক খবর বিশ্লেষণের একমাত্র প্লাটফর্ম

প্রথম সান্দেশ

মুক্তি পেল অ্যাংরি ইয়ং ম্যান

চিত্রনাট্যকার সেলিম-জাভেদ মানে সেলিম খান এবং জাভেদ আখতার। দু'জনের কাজ এবং জীবনের উপর তৈরি তথ্যচিত্র 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান'

জাতীয় ক্রীড়া দিবসে পথে তিন প্রধানের সমর্থক

মহিলা চিকিৎসকে খুন ও ধর্ষণের নৃশংশ অত্যাচারের প্রতিবাদে সরব সারা দেশ।

Fortnightly Newspaper: Vol-1 ● Issue - 10 ● October 2024 ● Tittle code : WBBEN16094 ● Declaration No. : 10/SDO-BKP/ 2023 Dt. 24.11.2023 ● Price: 5/-

পুলিশের দ্বারস্থ সৌরভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : আরজি কর কাণ্ডে গোটা বাংলা উত্তাল। এই নক্কারজনক ঘটনার প্রভাব পড়েছে গোটা দেশে। এরই মধ্যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছিলেন কিছু মানুষ। সৌরভ জানিয়েছিলেন, তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার পরও সেই বিতর্ক থামতে দিচ্ছেন না কয়েকজন ! এবার ইউটিউবার মৃন্ময় দাস সৌরভকে প্রকাশ্যে কুরুচিকর আক্রমণ করায় পুলিশের দ্বারস্থ সৌরভ। ইউটিউবার সিনেবাপ-এর বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। ব্যক্তিগত আক্রমণের পাশাপাশি মৃত্যুর আগে কেন বায়োপিক হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয় ওই চ্যানেলে। এই ব্যাপারে প্রতিবাদ প্রয়োজন বলেই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন সৌরভ।

মহালয়ায় সূচনা হল এক ভিন্ন ইতিহাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৈরি হল ইতিহাস। মহালয়া থেকে সূচনা হল আরো এক ভিন্ন যাত্রার। সাম্প্রতিক আর জি কর কাণ্ডের প্রেক্ষিতে শহর পেরিয়ে যেভাবে তোলপাড় হয়েছে বাংলা, মহালয়ার দিন তার সঙ্গে জুড়ে গেল আরেক নয়া মোড়। সম্প্রতি নতুন করে পূর্ণ কর্মবিরতি শুরু করেছে রাজ্যের ২৩টি মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারদের মিলিত মঞ্চ। সরকারের কাছে ১০ দফা দাবি তুলে ধরেছেন আন্দোলনকারীরা। জানিয়ে দিয়েছেন, দাবি পূরণে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ না করা পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে চলবে কর্মবিরতি। সেই আবহেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের জন্য বিচার চেয়ে মহালয়ার আগের দিন কলেজ স্কোয়ার থেকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত মিছিল ছিল জুনিয়র এবং সিনিয়র ডাক্তারদের সংগঠনের। তাদের পাশে রয়েছেন 'রাত দখল'-এর ডাক দেওয়া মেয়েদের সংগঠন 'রিক্লেম দ্য নাইট, রিক্লেম দ্য রাইট' থেকে সাধারণ মানুষ, যৌনকর্মী, রূপান্তরকামীরা। মিছিলে হেঁটেছেন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডানের সমর্থকেরাও। রাস্তায় হেঁটেছেন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার। 'রাত দখল'-এর কর্মসূচি ছিল সিঁথির মোড়, রুবির মোড় এবং যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ডেও।মহালয়াতেও ছিল জুনিয়র ডাক্তারদের একটি পূর্বঘোষিত কর্মসূচি । কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করার কথা তাঁদের। সেখানে জুনিয়র ডাক্তারদের পাশাপাশি শহর ও শহরতলির সাধারণ নাগরিকদের পা মেলাতে দেখা গেছিল । যেমন দেখা গিয়েছিল আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের আগের কর্মসূচিগুলিতেও। মিছিল শেষে ধর্মতলায় ছিল একটি সভাও। কিন্তু পরের দিনগুলিতে কোন পথে এগোবে প্রতিবাদ কর্মসূচি তা নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেননি জুনিয়র ডাক্তারেরা। কেবল শহরেই নয়, আন্দোলনের রেশ এদিন ছিল গোটা বাংলাতেই। কোনো কোনো মহল থেকে অবশ্য আশা করা হচ্ছিল পুজোর মরশুমে আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ ভাঁটা পড়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সে সম্ভাবনায় যে আপাতত ভাঁটা পড়ল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নজর কাড়ছেন বাঙালি আইনজীবী করুণা নন্দী

নিজস্ব সংবাদদাতা: বাঙালি হলেও প্রবাসী। বাংলার বাইরেই তাঁর বেড়ে ওঠা। বাবাও পেশায় চিকিৎসক - সমীরণ নন্দী। গ্যাস্ট্রোইনটেসটিনাল সার্জন এএইএমএস - হৃষিকেশের প্রেসিডেন্ট। মা ইন্ডিয়ান স্প্যাসটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। নাম সুস্মিতা নন্দী। ইকনমিক্স নিয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ থেকে স্নাতক স্তরের পড়াশুনো শেষ করেন। এরপর কেমব্রিজ থেকে আইন বিষয়ক পড়াশুনো। শুরু থেকেই নিজের ঔজ্জ্বল্য বোঝাতে শুরু করেছিলেন করুণা নন্দী। সেই সময়ে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির ল সোসাইটির জার্নালে এডিটর ইন চিফ ছিলেন এই তরুণী আইনজীবী। ইংল্যান্ডের পর আমেরিকার কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে আইন বিষয়ে মাস্টার্স। ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং ভারত - তিন দেশেই ল প্র্যাক্টিস

পরবর্তী অংশ ৩ পাতায়

থ্রেট ও আজকাল সংস্কৃতির তালিকায়

পার্শ্বতী রায়: গত আড়াই মাস যাবৎ টিভির পর্দায় সংবাদ শিরোনামে বার বার কানে আসছে দুটি শব্দ। ' থ্রেট কালছার' । আমাদের পরিবারের বহুদিন এক মহিলা ডোমেস্টিক হেল্প এর কাজ করেন। এখন তিনি প্রায় বৃদ্ধ। একদিন আমায় প্রশ্ন করলেন , 'টেট কাচার' কি জিনিস। তিনি কোনোদিন শোনেননি। কাউকে জিগ্যেস করতে না পেরে আমায় প্রশ্ন করেছেন। আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কতটা বুঝেছে জানিনা। তবে শোনার সময় বেশ মাথা নেড়ে নেড়ে শুনেছে এই টুকু আমার মনের শান্তি। সেই থেকেই আমার ও মনে হল সত্যি তো। থ্রেট কথাটা আমরা একটু নেগেটিভ অর্থেই ব্যবহার করি। কিন্তু সংবাদ শিরোনাম এখন এই কালচারে ছেয়ে গেছে। ছোট থেকে সংস্কৃতি বলতে বুঝতাম গান, নাচ, আঁকা, নাটক, সিনেমা ইত্যাদি শিল্প কর্ম। এখন সংস্কৃতি মানে সিন্ডিকেট, মাফিয়া, তোলাবাজি, কাটমানি ইত্যাদি সংস্কৃতি। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত মেডিকেল কলেজ গুলিতেই চলছে থ্রেট কালচার। টাকা না পেলে 'দাদা' ফেল করাবে, ইন্টার্ন শেষ হলেও পাওয়া যাবেনা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট। স্নাতকত্তর স্তরে থিসিস অনুমোদন পাবেনা যদি এথিক্স কমিটিতে টাকা না জমা দাও। এম বি বি এস পাশ করলেও মিলবেনা রেজিস্ট্রেশন নম্বর। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় মেডিকেল পড়ুয়াদের। এখন সিনেমা জগতেও নাকি এই সংস্কৃতির পোকা মাথা চারা দিয়েছে। বিশেষ করে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাসট্রিতে। কয়েকদিন আগেই বিখ্যাত অভিনেত্রী অপর্ণা সেনের ' খোলা চিঠি ' নিয়ে সরব হয়েছিলেন বিদ্বজন গন। একসময় এই তথাকথিত বিদ্বজনই মাথায় তুলে প্রায় নৃত্য করেছিলেন বর্তমান শাসকদলের নেতা নেত্রীদের। এখন কেউ কেউ গা বাঁচিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে দু চার কথা ঠারে ঠোরে বললেও অপর্ণা সেন বলিষ্ট ভাবে প্রতিবাদ এর মুঠো শক্ত করে নাকের সামনে হাত ঘুরিয়েছেন। বাকিরা ক্যামেরার দিকে পিছন করে না, হ্যাঁ, মানে, ইয়ে করে পাশ কাটাচ্ছেন। কি আর করা। রাবারের চপ্পল বলে কথা। গন্ধ তো থাকবেই। সুগন্ধ ছিল, এখন ওই গন্ধ সহ্য করা ছাড়া উপায় বা কি। সবাই তো আর অপর্ণা সেন নয়। আসলে শিরদাঁড়া। না না। মডেল শিরদাঁড়া নয়। যেটা গোয়েল মশাইকে গিফ্ট করেছিল জুনিয়ার ডাক্তার

পরবর্তী অংশ ৩ পাতায়

প্রথম সন্দেশ
Vol-1 ● Issue - 10 ● October. 2024 ● Tittle code : WBBEN16094
● Declaration No. : 10/SDO-BKP/ 2023 Dt. 24.11.2023

সম্পাদকীয়

প্রথম সন্দেশ এর পক্ষ থেকে সকলকে
জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
ভাল থাকুন সকলে, ভাল কাটুক বাঙালির
সবথেকে বড় উৎসব।

শুভ শারদীয়া

কর্মবিরতিতে পরিষেবা পাওয়ার খুব সমস্যা আদৌ ছিল কী

মায়া চ্যাটার্জি: চলতি বছরের ৯ আগস্টের ঘটনা নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন। আর জি কর মেডিকেল কলেজের মর্মান্তিক ঘটনা সারা পৃথিবীর কাছে এক শিহরণ জাগানো দৃষ্টান্ত। একের পর এক নানা তথ্য সামনে এসেছে। কেউ গ্রেফতার হয়েছেন, কেউ বন্দি, কিন্তু বিচার কী পেল 'অভয়া'? জুনিয়ার ডাক্তার যাঁরা তাঁরা আন্দোলন করলেন। অনড় থাকলেন দিনের পর দিন। নানা কটূক্তি সহ্য করেও শেষে রাস্তার ধার ঘেঁষে সরে যেতে প্রায় বাধ্য হতে চলেছেন নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে। হাজার হাজার সিনিয়ার ডাক্তারবাবুরা থাকা সত্বেও ওই সাত হাজারের আশপাশ নিয়ে চিকিৎসা না পাওয়ার অভিযোগের পর অভিযোগে শান দিলেন একদল সাধারণ মানুষ।কিন্তু, সত্যি কি পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছিল না জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি চলাকালীন? সবিনয়ে বলার যে, অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানাতেই হচ্ছে। কলকাতা শহরের তিনটি মেডিকেল কলেজে এক দরিদ্র শিশুর টিউমার অপারেশনের কারণে যেতে হয়েছিল। নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যথেষ্ট ভালো পরিষেবা পেয়ে অপারেশন করিয়ে বাড়িতে নিয়ে ফেরে তার বাবা মা। দমদম অঞ্চলের বাসিন্দা সেই শিশু। সে এখন দিব্যি সুস্থ। এমন কি, আর জি কর মেডিকেল কলেজেও এক মধ্যবয়স্ক প্রতিবন্ধী মহিলার শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে যাওয়ার পর তিনি ভর্তি হন এবং তিন দিন পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। সিনিয়ার ডাক্তার সহ নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী সকলেই পরিষেবা দিয়ে গেছেন দিবারাত্র। কোনো বিচার না পেয়ে মাঝপথে সবাই উৎসবমুখী হোন, অসুবিধা নেই, ক্ষতি তো নেইই। কিন্তু পুজো - পার্বন মেটার পর আপনার কন্যা বা পুত্র সন্তানটি যদি ওই রকম কোনো সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে লাঞ্ছিত, ক্ষতিগ্রস্ত, ধর্ষিত হয় তার দায় কে নেবে? আপনার বাড়ির মেয়েটি ডাক্তারি বা নার্সিং পড়তে গিয়ে যদি ধর্ষণের শিকার হয় তখন? কার কাছে যাবেন ? কর্তৃপক্ষ? বিচার পাবেন তো ? না পেলে ফের সাধারণ মানুষের দরবারে আসবেন? বারবার আন্দোলন হবে বলছেন? জুনিয়ার ডাক্তারবাবুরা একবার সরে গেলে আর তো সম্ভবত আন্দোলন করবেন না। কারণ তাঁরা সমগ্র ঘটনা গিলে নিতে বাধ্য হয়েছেন। সাধারণের একাংশের কাছ থেকে খুব ভালো কিছু পাননি। ফলে নিজেদের পেশা বাজি রেখে আর কি রুখে দাঁড়াবেন? কে জানে !!! জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন কোনো রাজনীতির ছাতার নিচে ছিল না। লাখ লাখ মানুষ তাঁদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। একটাই চাওয়া। বিচার। কিন্তু কোথায় বিচার? কয়েকজন অপরাধী চিহ্নিত হয়ে যাওয়া ডাক্তারকে গ্রেফতার করা তো আর যাই হোক বিচার নয়। ছত্রিশ ঘন্টা ডিউটি করার পর যে ডাক্তারি পড়ুয়া ধর্ষিত হলেন , খুন হলেন তাঁর বিচার কোথায়? সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যার হয়ে বিচার চাইলেন তার কোথায় কি? বদলে হাসপাতালে পরিষেবা না পাওয়ার হুজুক তুলে দিয়ে গুটি গুটি পায়ে শ্রীলেদারের জুতো পরে দুগ্গা ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়লেন একদল মানুষ। সারা জীবন তো দুগ্গা ঠাকুর দেখলেন, আগামী দিনেও নিশ্চয় দেখবেন। খুব ভালো। কিন্তু গেড়ে বসে যাওয়া সামাজিক ব্যাধিকে নির্মূল করার কোনো ইচ্ছা বা চেষ্টা থাকবে না আপনার? সমাজ কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়। সমাজ আমাদের। আমার, আপনার ঘরে কন্যা আছে পুত্র আছে। সবটা ভুলে গেলেন? আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছি। হাতে স্মার্ট ফোন থাকলেই কি স্মার্ট হওয়া যায়? হয়তো সময় এর উত্তর দেবে। কিন্তু সে উত্তর সহ্য করার ক্ষমতা বলুন বা মুখ আমাদের নিজেদেরই থাকবে তো! কাল নিরবধি। ভবিষ্যত চিনিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার আপনার নেই। কেবল অন্ধকারের আবছায়া দেখে আতঙ্কে শিউরে ওঠার মতো মনটুকু আছে। থাক। অপেক্ষা থাক।

দূরের দুনিয়া

তাপস সিনহা: জীবনে কে না চায় অন্তত একবার হলেও কোলাহল মুখর জীবনের থেকে দূরে এমন জায়গায় চলে যেতে যেখানে শান্তি নিরবচ্ছিন্ন । দূর-দূরান্তেও সেখানে কেউ কাউকে খুঁজবে না। কিন্তু যেখানেই যাই না কেন সর্বত্রই মানুষের বসবাস । হইচই। কিন্তু এমন একটি জায়গার কথা আসুন বলা যাক কেউ কখনো যেখানে কদাপি কাউকে খোঁজে না । আমাদের এই চেনা পৃথিবীর বুকেই এরকম একটি জায়গা আছে যেখানে শান্তি নিরবচ্ছিন্ন। প্রশান্ত মহাসাগরের পয়েন্ট নিমো। এখান থেকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন এবং এতে বসবাসকারী নভোচারীরা মাত্র ২৫০ মাইল দূরে থাকে। জানলে অবাক হবেন যে এখান থেকে পৃথিবীর কাছাকাছি স্থানগুলিতে পৌঁছানো কঠিন বরং মহাকাশে পৌঁছানো সহজ।এখান থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের শুষ্ক স্থান হল ডুসি নামের একটি ছোট দ্বীপ।এই দ্বীপ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের অংশটি ১৬০০ মাইল দূরে কিন্তু মহাকাশের দূরত্ব মাত্র ২৫০ মাইল। পয়েন্ট নিমো থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের অংশে পৌঁছানোর আগে মহাকাশে

পৌঁছানো যাবে। এখানকার নীরবতা এতটাই ভয়ানক যে পাথর ভাঙার শব্দও আত্মাকে শিউরে দেয়।
হিসেব বলছে, ১৯৭১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে এই স্থানে ২৬০টিরও বেশি মহাকাশযান সমাহিত হয়েছে। তার জন্যেই একে মহাকাশযানের কবরস্থানও বলা হয়। ক্যাপ্টেন নিমোর নামে এই জায়গাটির নামকরণ করা হয়েছিল। এই স্থানটি জনৈক জরিপ প্রকৌশলী হরভোজে লুকাতেলা আবিষ্কার করেছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের এই বিচ্ছিন্ন স্থানটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্গম এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জনবসতি থেকে অনেক দূরে বলে এই স্থানটিকে বিজ্ঞানীরা বেছে নিয়েছিলেন যাতে মহাকাশযানে কখনো ত্রুটি দেখা দিলে এই অংশে ফেলে দেওয়া যায়।

বিপুল সাড়া মেগা জব ফেয়ারে

নিজস্ব সংবাদদাতা: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লোকোমোটর ডিজএবিলিটিজ (দিব্যাঙ্গজন) সংক্ষেপে এন এল আই ডি - এর উদ্যোগে বনহুগলিতে নিজস্ব ভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রাপকদের হাতে নতুন কাজে যোগদানের জন্য নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হল। উল্লেখ্য, সমর্থনম ট্রাস্টের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই মেগা জব ফেয়ার আয়োজন করা হয়েছে। মোট ১৫ টি সংস্থা তাদের ১,৬৭৫টি শূন্য পদে কর্মী নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। প্রথম দফায় ৪৬০ জন কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে থেকে ৫০ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। সম্প্রতি নতুন কাজে যোগদানের জন্য নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে কর্মপ্রার্থীদের হাতে। সব কিছু যাচাইয়ের পর অন্যান্য ক্ষেত্রেও ধাপে ধাপে নিয়োগ করা হবে। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংস্থার অধিকর্তা ডঃ ললিত নারায়ন। উদ্বোধনী পর্বে তিনি বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, অল্প সময়েই নোটিশ দিয়ে এই মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত। এজন্য এই 'জব ফেয়ার' - এর আয়োজন। স্টেট কমিশনার অফ ডিজি এবিলিটিস (রাজ্য কমিশনার) নীলাঞ্জনা দাশগুপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রথাগত শিক্ষায় সমস্যা রয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ মাধ্যমেই তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে সরকার।' এই মেগা জব ফেয়ার এর সাফল্য কামনা করেন তিনি।

১৬% হারে বোনাস চা ও বাগিচা শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তরবঙ্গে তরাই ও ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের এখন থেকে ১৬ শতাংশ হারে বোনাস মিলবে। শিলিগুড়ি ও কলকাতা মিলিয়ে গত পাঁচ দিন ধরে দফায় দফায় বৈঠকের পর গতরাতে শ্রমিক পক্ষের ১৬ শতাংশ হারে বোনাসের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় মালিক পক্ষ। চা শিল্পের সামগ্রিক সংকট ও উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণে এবার তাঁরা ১০ শতাংশের বেশি বোনাস দিতে অপারগ বলে জানিয়েছিলেন বাগান মালিকরা। মালিক পক্ষের মঞ্চ কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যানটার্স এসোসিয়েশন সিসিপিএ-র এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে ইউনিয়নগুলির জয়েন্ট ফোরাম। শেষপর্যন্ত শ্রমিক ইউনিয়নগুলির অনমনীয় মনোভাবের কাছে নতি স্বীকার করে ১৬ শতাংশ বোনাস দিতে রাজি হয়েছে মালিকপক্ষ। ফোরামের অন্যতম শরিক হিসাবে এ আই সি সি টি ইউ অনুমোদিত তরাই সংগ্রামী চা শ্রমিক ইউনিয়ন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বলে সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব বসু জানিয়েছেন।

বেরিয়ে গেল ভুলভুলাইয়া-র টিজার

নিজস্ব সংবাদদাতা : কালীপুজোতে কার্তিক আরিয়ানের 'ভুল ভুলাইয়া ৩' সারা বিশ্বের সিনেমা হলগুলিতে হিট করতে চলেছে বলেই খবর। ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ছবিটির জন্য। ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে ছবির দুর্দান্ত টিজার । এই টিজার স্বভাবতই দর্শকদের উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে কার্তিক অর্থাৎ রুহ বাবা এবং মঞ্জুলিকা অর্থাৎ বিদ্যা বালানের এক ঝলক দেখা গেছে। তৃপ্তি দিমরি ও কার্তিকের রোমান্সও দেখা গেছে।

'ভুল ভুলাইয়া ৩' একটি হরর কমেডি মুভি। টিজার বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় তৈরি হয়েছে। এতে কার্তিক আরিয়ান এবং বিদ্যা বালান অর্থাৎ মঞ্জুলিকার মধ্যে ফের টানাপোড়েন দেখা যাবে। টানটান ছবিটির অপেক্ষায় রয়েছে দর্শকরা। টিজারে তৃপ্তি দিমরিও বেশ উজ্জ্বল। 'ভুল ভুলাইয়া ৩' ২০০৭ সালের হরর কমেডি 'ভুল ভুলাইয়া'-র সিক্যোয়েল। প্রথম অংশে দেখা গিয়েছিল অক্ষয় কুমার, শাইনি আহুজা এবং বিদ্যা বালানকে। প্রথম অংশে মঞ্জুলিকা চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিদ্যা। ২০২২ সালে রিলিজ করা দ্বিতীয় অংশে কার্তিক আরিয়ান, কিয়ারা আদভানি এবং টাবুকে প্রধান ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। দীপাবলি উপলক্ষে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে তিন নম্বর অংশ। কার্তিক আরিয়ান, বিদ্যা বালান, তৃপ্তি দিমরি ছাড়াও এতে দেখা যাবে মাধুরী দীক্ষিত এবং রাজপাল যাদবের মতো অভিনেতাদের। দীপাবলিতে এবার এইসঙ্গেই মুক্তি পাচ্ছে সিংঘম অ্যাগেইন। ফলে দুই হেভিওয়েট স্টারকাস্টের ছবির মধ্যে যে কড়া টক্কর চলবে তা বলাই বাহুল্য। এমন পরিস্থিতিতে, যখন দুটি বড় বাজেটের মাল্টিস্টারার ছবি একে অপরের মুখোমুখি হবে, তখন পাল্লা কোনদিকে ভারি থাকে, সেটাই দেখার।

আইইএমএ-র অত্যাধুনিক রোবোটিক আর্ম

নিজস্ব সংবাদদাতা: আইইএমএ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড-এর উদ্যোগে সম্প্রতি পথ চলা শুরু করল অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি 'আইইএমএ আর্মেক্স'। রোবটচালিত এই 'হাত' আগামী দিনে শিল্প, গবেষণা কেন্দ্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করবে বলে প্রতিষ্ঠান সূত্রে খবর। আইইএম-এর গবেষকদের তত্ত্বাবধানে তৈরি এই রোবোটিক 'হাত'-এর মূলে রয়েছে নিখুঁত ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মিশেল। এআই দিয়ে চালিত এই হাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর নির্ভুল

গ্রিপার, যা যে কোনো সূক্ষ্ম জিনিসকেও সহজেই পরিচালনা করতে পারে। রোবোট অপারেটিং সিস্টেম (আরওএস) ব্যবহার করে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখা এবং মেশিন লার্নিং-এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেকে উন্নত করার ক্ষেত্রেও এই যন্ত্রটি অত্যন্ত কার্যকরী।

থ্রেট ও আজকাল সংস্কৃতির তালিকায়

১ পাতার পর

ছেলেপুলেরা। মানুষের শিরদাঁড়া। সোজা রেখে শক্ত করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করে শরীরের যে অংশ। তার কথাই হচ্ছে। সেটা সবার সমান নয়। কাজেই কাউকে কাউকে খুঁজতে এটাও সংস্কৃতি।তবে শিরদাঁড়া সোজা মানুষের থ্রেট নেই। তাদের সংস্কৃতি আছে। সেই নিয়েই তারা বেঁচে থাকে। তবে সহ্য করতে হয় অনেক যন্ত্রনা। যা কখনো কখনো কঠিন ব্যাধির থেকেও মারাত্মক কষ্ট দেয়। অসহ্য।

নজর কাড়ছেন বাঙালি আইনজীবী করুণা নন্দী

১ পাতার পর

করার লাইসেন্সধারী এই প্রবাসী বাঙালি আইনজীবী।

অ্যাডভোকেট করুণা নন্দীর কেরিয়ারে রয়েছে দুদ্ধর্ষ সব কেস যা তিনি সুপ্রিম কোর্টে জিতেছেন। তার বড় কেসের মধ্যে রয়েছে, পেটিএম বনাম টেলিকম কেস, জিজা ঘোষ বনাম স্পাইসজেট মামলা, শ্রেয়া সিংঘল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলা।

আরজি কর কাণ্ডের পর সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা গ্রহণ করেছিল। সেখানে রাজ্যের পক্ষের আইজীবী কপিল সিব্বল। তাঁর সঙ্গে বহু সংখ্যক আইনজীবী এই কেসে রাজ্যকে সুপ্রিম কোর্টে নিজেদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরছে। তেমনিই সুপ্রিম কোর্টে জুনিয়র চিকিৎসকদের পক্ষ নিয়ে সওয়াল করছেন ইন্দিরা জয় সিং। এই বর্ষীয়াণ অভিজ্ঞ আইনজীবীর সঙ্গে রয়েছেন একাধিক তাবড় আইনজীবী। যাঁর মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন করুণা নন্দী। তিনি এই মুহূর্তে একইসঙ্গে ভারত এবং নিউইয়র্কে আইনি প্র্যাকটিশ করেন। আসলে আরজি কর কাণ্ডে মৃত বাঙালি চিকিৎসককে আইনি ন্যায় পাইয়ে দিতে এই বাঙালি আইনজীবী বড় ভূমিকা নিতে পারেন।

সুপ্রিম কোর্টের আরজি কর কাণ্ডের মামলায় রাজ্যের পক্ষ থেকে কপিল সিব্বলের সওয়াল জবাবের সময় চিকিৎসকদের আইনজীবী হিসেবে গীতা লুথরা সেভাবে ঝাঁঝ শানাতে পারেননি। কিন্তু শেষ হিয়ারিং ইন্দিরা জয় সিং এবং তাঁর বাকি দলের সদস্যেরা সকলেই একেবার অলআউট লড়াই করছেন কোর্টরুমে। সেখানে সকলের নজর কেড়েছেন বাঙালি আইনজীবী করুণা নন্দী।

চুলের যত্ন নিন সহজেই

আলোকিতা দেবসেন : পুজো আসছে। এই সময়ে লম্বা চুলে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে কে না চায় ! কিছু প্রাথমিক টিপস অনুসরণ করে অনায়াসে কিছুদিনের মধ্যেই চুলের স্বাস্থ্য অনেকাংশে উন্নত করতে পারেন আপনিও। শ্যাম্পু করার অন্তত এক থেকে দুই ঘণ্টা আগে তেল লাগাতে হবে। তেল দিয়ে ম্যাসাজ করলে চুলের পুষ্টির ঘাটতি দূর হয়। ভালো ফলাফল পেতে চুল ধোয়ার এক রাতে আগে তেলও লাগাতে পারেন। আপনার চুলের যত্নের রুটিনে হালকা শ্যাম্পু অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আপনার শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনারে ন্যূনতম রাসায়নিক থাকা মনে রাখবেন খুবই জরুরি। সপ্তাহে দুবার শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। চুলের বৃদ্ধি বাড়াতে, সময়ে সময়ে চুল ছাঁটাই করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও প্রতিদিন অন্তত দুবার চুল আঁচড়ান। এবার বলি, আপনার ডায়েট প্ল্যান কিন্তু আপনার চুলের উপরও ভালো বা খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। চুল লম্বা ও ঘন করতে আপনার খাদ্যতালিকায় কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, ভিটামিন, প্রোটিন, চর্বি এবং খনিজ সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এই ধরনের টিপস নিয়মিত অনুসরণ করুন এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যে এই টিপসগুলি অনুসরণ করে আপনি আপনার চুল লম্বা, ঘন, শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যবান করুন।

সন্দেশ
Vol-1 ● Issue - 10 ● October. 2024 ● Tittle code : WBBEN16094
● Declaration No. : 10/SDO-BKP/ 2023 Dt. 24.11.2023

কমেছে আই পি এলের দর

বিশেষ সংবাদদাতা: এখন সারা দুনিয়ায় আইপিএলের এখন বিরাট রমরমা। কিন্তু এই রমরমার মধ্যেও একটা অশনি সঙ্কেত দেখছে ভ্যালুয়েশন সংস্থা ডি অ্যান্ড পি অ্যাডভাইসরি। তাদের মূল্যায়ণ অনুযায়ী এই বছর আইপিএলের দাম ১১২০ কোটি ডলার থেকে কমে ৯৯০ কোটি ডলার হয়ে গিয়েছে। অতিমারির সময়টা বাদ দিলে এই প্রথম আইপিএলের দর কমেছে বলে তারা জানিয়েছে। সম্প্রচার স্বত্বের দাম প্রত্যাশিত ভাবে কমে যাওয়ার জন্যই এই পতন। কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন,সম্প্রচার স্বত্বের দাম কমল কেন ? কমল কারণ ডিজ়নি এবং রিলায়্যান্সের মিশে যাওয়া। এত দিন আইপিএলের সম্প্রচার স্বত্ব পাওয়ার জন্য এই দুই সংস্থার মধ্যে লড়াই ছিল। আইপিএলের দরও বাড়ছিল। কিন্তু এখন যে হেতু দুটি মিলে একটিই সংস্থা, তাই একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণও শুধু তাদের হাতেই থাকবে। ফলে ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী ক্রিকেটের অস্তিত্ব নিয়েই ওয়াকিবহাল মহলে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। প্রশ্নটা আরও বেশি করে তৈরি হচ্ছে টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে। বিশেষ করে, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ফুলেফেঁপে ওঠার কারণে আগামী দিনে ক্রিকেটের প্রতি আকর্ষণ কি কমে যাবে এ প্রশ্ন এখন ক্রীড়ামোদী মহলে উড়ে বেড়াচ্ছে ? যদিও ওয়াকিবহাল মহল বলছেন, ক্রিকেটে এখন অনেক ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে। সঠিক ভারসাম্য খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।

আয়ের নিরিখে আইপিএল বিশ্বে তৃতীয়

বিশেষ সংবাদদাতা: আন্তর্জাতিক স্তরে সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করে আয়ের নিরিখে আইপিএল উঠে এল বিশ্বে তৃতীয় স্থানে। হিসেব বলছে ক্রিকেটের আর কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করে এই পরিমাণ আয় করতে পারে না। আন্তর্জাতিক হিসেব বলছে, সাধারণত ফুটবল এবং আমেরিকান ফুটবলই এই তালিকায় দাপট দেখাতে পারে । আইপিএলকে নকল করে আরও অনেক দেশ টি-টোয়েন্টি লিগ শুরু করেছে। তারাও চেষ্টা করছে আইপিএলের মতো দ্রুত এবং জমাটি ক্রিকেট আয়োজন করতে, যা কিনা দর্শকদের আকৃষ্ট করবে। এবং যেটা নজরে রাখার তা হল, সেই সব লিগের কোনওটির মালিক অম্বানী, কোনওটির প্লেয়ার পরিবার। সত্য নাদেল্লাও জড়িত আমেরিকার টি-টোয়েন্টি লিগে। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড তৈরি করেছে 'দ্য হান্ড্রেড'। তারা আইপিএলের ধাঁচে আট দলের মধ্যে নিলাম করে ক্রিকেটার নেওয়ার পদ্ধতি চালু করতে পারে। ইসিবির কর্তারা মনে করছেন, এতে প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বাড়বে এবং তাতে, তাঁদের মতে, বোর্ডের আয় পৌঁছে যেতে পারে প্রায় ৪৭০০ কোটি টাকায়। ইসিবি এবং অন্য বোর্ডগুলি ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে চাইছে। ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সে ক্রিকেট থাকতে পারে বলেই জানাচ্ছে ওয়াকিবহাল মহল। ১৯০০ সালের পর আবার অলিম্পিক্সে হতে পারে ক্রিকেট। সেই কারণেই বিভিন্ন দেশ টি-টোয়েন্টি লিগের মাধ্যমে জনপ্রিয়তাকে ছুঁতে চাইছে বলে মনে করছেন ক্রীড়ামোদী মহল।

আত্মহত্যা প্রতিরোধে অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা: নিজস্ব সংবাদদাতা : আত্মহত্যা প্রতিরোধ মাস এবং বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে সম্প্রতি কলকাতার লাইফলাইন ফাউন্ডেশন বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা ও আত্মহত্যা প্রতিরোধের ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের মূল অংশে ছিল 'ইয়েস! টু লাইফ !' পদযাত্রা, অঞ্জুল চতুর্বেদি রচিত একটি পথনাটিকা এবং বিভিন্ন স্কুলকে কেন্দ্র করে আলোচনাসভা। লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় আয়োজিত পদযাত্রা শেষে অনুষ্ঠিত পথনাটিকার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয় আর্থিক সংকট এবং মানসিক স্বাস্থ্যের মতো সমস্যাগুলিকে। উদ্দেশ্য ছিল, যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতেই মানুষকে আস্থা ধরে রাখতে সাহায্য করার পাশাপাশি এ বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া।
বয়স্ক নাগরিকদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে 'বিকজ ইউ ম্যাটার' নামে একটি নতুন উদ্যোগও শুরু করে লাইফলাইন ফাউন্ডেশন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অ্যাপোলো হাসপাতালের চিকিৎসক ড. জয়রঞ্জন রাম এবং প্রণামের জয়েন্ট কনভেনর এষা দত্ত। মোমবাতি প্রজ্বলন করে স্মৃতিচারণার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
বর্তমানে, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বাড়তে থাকা আত্মহত্যার প্রবণতা রুখতে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে পড়ুয়াদের মানসিক সুস্থতার ওপর জোর দিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে। কলকাতার লাইফলাইন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর সুখসাম সিং মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রতি প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। সংগঠনের প্রয়াত সদস্য অশোক চতুর্বেদীকে এই অনুষ্ঠান উৎসর্গ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

দেবানন্দপুর

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা (নিজস্ব প্রতিনিধি) : বিশিষ্ট কথাশিল্পী ও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৪৮তম জন্ম বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে রাজ্য জুড়ে পালিত হল। শরৎচন্দ্রের জন্মভিটে হুগলি জেলার দেবানন্দপুরে গত ১৭ সেপ্টেম্বর প্রভাত ফেরির মাধ্যমেই তিনদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ও হুগলি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এবং চুঁচুড়া মগরা পঞ্চায়েত সমিতি ও দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রদীপ্ত আচার্য এ প্রসঙ্গে জানান, শরৎচন্দ্রের জীবনকৃতি বিষয়ক এক আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বক্তা। তাঁর নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা ছাড়াও তাঁর রচনায় মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে দেবানন্দপুরে তাঁর ১৪৯ তম জন্মদিনও পালিত হয়। সারাদিন ব্যাপী বাউল গান পরিবেশন করেন শিল্পীরা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অসিত মজুমদার, সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়। দুদিন ধরে শরৎ স্মৃতি মন্দিরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

বন্যা পীড়িতদের পাশে ভারত সেবাশ্রম সংঘ

নিজস্ব সংবাদদাতা: রাজ্যের বিস্তীর্ণ বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণের কাজ শুরু করল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। বন্যা কবলিত এলাকায় দুর্গতদের মধ্যে রান্না করা খাবার বিলি করা হল। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। রাজ্যের বিস্তীর্ণ বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণের কাজ শুরু করেছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ঘাটাল, পাঁশকুড়া, গাইঘাটা সহ বিভিন্ন এলাকায় শুকনো খাবার বিতরণের কাজ চলছে। একাধিক এলাকায় রান্নার পাশাপাশি খাবার পরিবেশনে স্বামিজীরা স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় আছেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, ওই তিন বন্যা কবলিত এলাকায় তুলনায় উঁচুতে নিরাপদ জায়গায় সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকরা রান্নার কাজ শুরু করেছেন। এরপর নৌকোয় করে খিচুড়ি, ডালমা সহ বিভিন্ন তরকারি ও খাদ্য দ্রব্য নিয়ে গ্রামে গ্রামে বন্যা কবলিত এলাকায় পৌঁছে যাচ্ছেন সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকরা। সেইসঙ্গে জলমগ্ন এলাকায় বাড়ির ভেতরে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। একইভাবে হাওড়া, হুগলি সহ আরও কয়েকটি জায়গায় যেখানে ইতিমধ্যেই বন্যার জল ঢুকেছে সেখানে শুকনো খাবার পৌঁছে দেওয়ার কাজও আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ আরও জানান, প্রয়োজনে ঐসব জায়গায় রান্না করা খাবার দেওয়ার কাজও শুরু হবে। বালিগঞ্জে সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় ছাড়াও কলকাতা এবং শহরতলিতে সঙ্ঘের যে সমস্ত শাখা সংগঠন আছে সেখান থেকে সন্ন্যাসী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা বন্যা কবলিত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছেন এবং এই কাজ ইতিমধ্যে পুরোদমে শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor : Haimanti Roy Thakur,** Phone : 9836765148, 9830495701& Email : haaimaanti@gmail.com
Price: 5/-